

ইসরায়েল প্যালেস্টাইন সংঘাত

ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাত ইতিহাসে সংঘটিত অসংখ্য বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের মধ্যে একটি। এটি দীর্ঘতম ধর্মীয় এবং পার্শ্বিক বিরোধগুলির মধ্যে একটি হিসাবে স্বীকৃত যা সময়ের সাথে সাথে আরও খারাপ হতে থাকে।

এই নিবন্ধটি ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের পেছনের কারণগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে; ইসরায়েলের প্যালেস্টাইন সংঘাত কখন এবং কোথায় শুরু হয়েছিল; সংঘাতের তীব্রতা এবং প্রভাব এবং ইসরায়েলে প্যালেস্টাইন সংঘাত সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।

ইসরায়েলের প্যালেস্টাইন সংঘাত কি?

ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের শিকড় বিশ্ব ইতিহাসে গভীরভাবে বাস করে। বিরোধটি শতাব্দী প্রাচীন এবং এর ফলে উভয় পক্ষের জন্য রক্তপাত এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হয়নি। ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে, সংঘর্ষের কারণ জানা বাধ্যতামূলক। নীচে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি দেওয়া হল যা ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের সাথে সম্পর্কিত এবং সংঘাতের আগুনকে ত্রিগার করেছে:

ইসরায়েলের প্যালেস্টাইন সংঘাতের পুরনো সংস্করণ

ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতকে বিশ্বের সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর শিকড় ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ। তাদের মতে, এই ভূমি ইহুদিদের কাছে বাইবেলের জন্মগত অধিকার। ইসরায়েল প্যালেস্টাইন সংঘাতের পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে এটি আরও ভালভাবে বোঝা যেতে পারে। মূল পয়েন্টগুলির মধ্যে রয়েছে:

- অতীত ইস্রায়েলের ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত রেফারেন্স হ'ল হিব্রু বাইবেল। পবিত্র গ্রন্থে ইহুদি, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের মতো ধর্মের উৎপত্তির বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।
- প্রাচীনকালে, রাজা সলোমন প্রায় 957 খ্রিস্টপূর্বাব্দে আদিম ইস্রায়েলে তাঁর শাসনামলে জেরুজালেমে সলোমনের মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। 931 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই রাজ্যটিকে বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম রাখা হয়েছিল ইস্রায়েল, আর দক্ষিণের প্রদেশটির নাম রাখা হয়েছিল যিহূদা।
- ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনের শাসক কর্তৃক জেরুজালেম আক্রমণ ও ত্রুসেড করা হয়, যখন ইহুদীরা ব্যাবিলনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সলোমনের মন্দিরও ধ্বংস হয়ে যায়।
- যিহুদিরা 538 খ্রিস্টপূর্বাব্দে সলোমনের দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণ করেছিল যখন আচেমেনীয় শাসক সাইরাস ব্যাবিলনীয়দের পরাজিত করেছিলেন এবং যিহুদিদের যিহূদাতে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন।
- সলোমনের দ্বিতীয় মন্দিরটি 70 খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথম ইহুদি-রোমান যুদ্ধে রোমানদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ধ্বংস হয়েছিল।
- রোমান শাসক হাদ্রিয়ান সমস্ত ইহুদীকে যিহূদা থেকে বের করে দিয়েছিলেন এবং ইহুদি অস্তিত্বের সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলার জন্য সিরিয়া প্যালাস্টিনা জায়গাটির নামকরণ করেছিলেন।
- এখানে থেকে, ইস্রায়েল গ্রীক, পার্সিয়ান, ফাতিমীয়, সেলজুক তুর্কি, আরব, মিশরীয়, মামলুক এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মতো বিভিন্ন রাজ্যের শাসন প্রত্যক্ষ করেছে।

ইসরায়েলের প্যালেস্টাইন সংঘাতের নতুন সংস্করণ

ইতিহাসে শাসকদের দ্বারা ইস্রায়েলকে ক্রমাগত শোষণ হয়েছে। ইসরায়েল এখনও শিকার হচ্ছে এবং এটি ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের নতুন সংস্করণ দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে:

- পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম অংশ সহ ইসরায়েলের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিচিত সর্বশেষ রাজ্যটি ছিল অটোমান সাম্রাজ্য, যা 1517 থেকে 1917 সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে শাসন করেছিল।
- এই সময়ের মধ্যে, ইহুদিরা এই অঞ্চলে সংখ্যালঘু ছিল, জনসংখ্যার 3 শতাংশ ছিল, যখন মুসলমানরা প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিল, জনসংখ্যার প্রায় 87 শতাংশ এবং জনসংখ্যার অবশিষ্ট 10 শতাংশ খ্রিস্টান হিসাবে।
- বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে ইহুদিদের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন জিয়ানবাদ নীতি স্বীকৃতি লাভ করে।
- ইহুদিবাদ একটি ইহুদি সাংবাদিক থিওডোর হারজল দ্বারা প্রবর্তিত একটি নীতি ছিল, যেখানে ইহুদি স্বদেশ বজায় রাখার দাবি উত্থাপিত হয়েছিল।
- ব্রিটিশ দ্বৈতবাদ ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের ইতিহাসে একটি ভুলের সৃষ্টি করে যখন ব্রিটিশরা বেশ কয়েকটি সাম্রাজ্য এবং জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে একই জমি বা একই ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।
- ব্রিটিশরা "ফিলিস্তিনে ইহুদি জনগণের জন্য একটি জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠার" প্রস্তাব দিয়েছিল, যখন তারা ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে এমন একটি চুক্তিতে ফরাসিদের সাথে মোকাবিলা করেছিল। ব্রিটিশরাও আরব শাসকদের কাছে ফিলিস্তিন ও অন্যান্য অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দিয়েছে।
- ব্রিটিশদের এই দ্বৈত নীতি এই অঞ্চলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন এবং উসমানীয় সাম্রাজ্য

প্যালেস্টাইনকে সব সময়ই শোষণ করা হয়েছে। প্যালেস্টাইনের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রভাবকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে:

- 1917 সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে এবং এর নামকরণ করা হয় বাধ্যতামূলক ফিলিস্তিন।
- পরবর্তী দশকে, ব্রিটিশরা ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সহায়তা করেছিল, যার ফলে ইহুদি জনসংখ্যা এই অঞ্চলে বাড়তে থাকে, একই সাথে আরবদের সাথে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়।
- 1936 সালে, আরবদের পক্ষ থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ শুরু হয়, ফিলিস্তিনকে নিজেদের জন্য একটি জাতি হিসাবে দাবি করে, যা ইহুদি সেনাবাহিনীর সহায়তায় ব্রিটিশদের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের জন্য আগের বারের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনের সাথে যা ঘটেছিল তা এখানে উল্লেখিত হল:

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি সংগঠনগুলো ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে বিপুল সংখ্যক অবৈধ ইহুদি অভিবাসীকে ফিলিস্তিনে আশ্রয় দেয়।
- বিষয়টির গুরুত্ব উল্লেখ করে, ব্রিটিশ সরকার জাতিসংঘের সাহায্য চেয়েছিল, যা দেশটিকে ফিলিস্তিনি ও ইহুদি অঞ্চলে বিভক্ত করার জন্য একটি সমাধানের সাথে হস্তক্ষেপ করেছিল। ফিলিস্তিনি আরবরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, ফিলিস্তিনও 1948 সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং এর নামকরণ করা হয় ইসরায়েল।
- ইসরায়েল স্বাধীনতা পাওয়ার সাথে সাথেই তার প্রতিবেশী দেশ ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান এবং মিশর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু করে।

- প্রায় এক বছর ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং 1949 সালে, পশ্চিম তীরটি জর্ডানের দ্বারা সম্মত হয় এবং গাজা স্ট্রিপটি মিশর দ্বারা সম্মত হয়। বিনিময়ে ইসরায়েল আগের চেয়ে অনেক বড় একটি এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।
- অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি ফিলিস্তিনি গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং নিকটবর্তী দেশগুলিতে আশ্রয় নেয়, যা এই যুদ্ধকে নাকব্বা বলে অভিহিত করে।

ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের কারণ

এখানে তাদের দুজনের মধ্যে একটি ধ্রুবক আগুনের সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে একটি ক্ষতিকারক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে।

নিম্নলিখিত কারণগুলি সংঘাতকে আরও বেশি করে ত্রিগার করেছিল:

- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা: এটি উভয় রাজ্যেই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উভয়ের নেতৃত্বের কাঠামোতে স্থবিরতা এবং অক্ষমতা রয়েছে, যার ফলে প্রচুর সহিংসতা হয়েছে, এছাড়াও, ইসরায়েলে গত 2 বছরে 4 টি নির্বাচন হয়েছে।
- ফিলিস্তিনে হামাস শাসন করছে: ফিলিস্তিন মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের নজরে রয়েছে, যারা ফিলিস্তিনকে উৎখাত করতে চায় এবং সহিংস জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর পতাকা উত্তোলন করতে চায়। তাছাড়া ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের বয়স অনেক বেশি এবং তারা কোনো নির্বাচন পরিচালনা করছেন না। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ একটি গুরুতর সীমাবদ্ধতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- রাষ্ট্র বিভাজন: ইসরায়েল রাষ্ট্রে কোন ঐক্য নেই এবং জনগণ অত্যন্ত বিভক্ত। ইসরায়েলীয়দের মধ্যে মাত্র 20% আরবি এবং ফিলিস্তিনীদের মতো একই জাতিগত বলে মনে করা হয়। এই বিভাজনের ফলে আন্তঃরাজ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনি কারণে বৈঠক থেকে ইউএনএসসিকে বাধা দেওয়ার পথে রয়েছে এবং একই সাথে তার ভূমিকা থেকে সরে এসেছে এই বলে যে নিজেকে রক্ষা করা ইসরায়েলের দায়িত্ব। এছাড়াও, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েলের উপর খুব বেশি সুবিধা নেই।